দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18-DEC-1995

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

৮৩

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২৪ বছরে নিহত হয়েছেন ১২ জন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), ১৭ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর ২৪ বছরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং ছাত্র কর্মচারী সংঘর্ষ হয়েছে ৩৮ বার এবং নিহত হয়েছেন ১২ জন। আহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক এবং ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে সাতশ'র মত কক্ষে। প্রায় চার বছর বন্ধ ছিল বাকৃবি।

১৯৭৩-এর ২৩শে জুলাই ছাত্র কর্মচারী সংঘর্ষে ও গুলিতে রঞ্জিত নামে একজন ছাত্র নিহত হয় এবং প্রায় মাস খানেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। ১৯৮০ সালে ছাত্রলীগ–ছাত্রদল সংঘর্ষে এটিএম খালিদ বীর প্রতীক নিহত হন ১১ই জানুয়ারি এবং ১২ই জানুয়ারি রাকসুর তিন নেতা শওকত, ওয়ালী ও মহসিন নিহত হন। এ সময় পাঁচ মাসের মত বন্ধ ছিল বাকৃবি।

১৯৯৩'র ২৩শে জানুয়ারি ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষে রেজাউর রহমান সবুজ নিহত হন। প্রায় একমাস বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অচল।

১৯৯৫'র ৭ই ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে কর্মচারিদের সংঘর্ষে গাজীউর নিহত হয়। পুরো একমাস কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। সর্বশেষ এবারের ঘটনায় তিনজন শিবির কর্মী (অসমর্থিত সূত্রে পাঁচজন) নিহত হয়েছে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে সংঘর্ষে।

এছাড়া ছাত্রলীগ (শা-পা'র দুই গ্রুপে) চারবার, ছাত্রদল, ছাত্রফ্রন্ট তিনবার, ছাত্রলীগ –শিবির ২ বার, ছাত্রদল–শিবির চারবার এবং ছাত্র ফ্রন্ট–ছাত্র ইউনিয়ন ১ বার সংঘর্ষ হয়েছে। প্রতিটি ঘটনায় রুম ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং ভার্সিটি বন্ধ থাকার ঘটনা ঘটেছে।

উল্লেখ্য, ৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর ৯০ পর্যন্ত এরশাদ ভেকেশান' ছিল নিত্য– নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সময় ১ বছরের বেশি সময় বন্ধ ছিল বাকৃবি। এরশাদের আমলে '৮৩ সালে ছাত্র–ছাত্রীদেরকে জোর করে হল থেকে বের করে দেয়ার পাঁচ মাস পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। সে সময় নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, ছাত্রলীগ, ছাত্রফ্রন্ট, শিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে ৬ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। আর বর্তমান সরকারের আমলে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে।